ছাত্রকে ‘বেয়াদব’ বলার জের : ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মীর মহড়া, বাজল ছুটির ঘণ্টা

জামালপুর
প্রতিনিধি

১৯ মার্চ, ২০২৪
১৭:৪৫

শেয়ার

অ +

অ -

জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধানের কক্ষে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। একপর্যায়ে ওই অধ্যাপককে হুমকি-ধমকি ও নির্ধারিত সময়ের আগেই কলেজে ছুটির ঘণ্টা বাজানোর অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। ছাত্রলীগের কর্মী উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের এক ছাত্রকে ‘বেয়াদব’ বলার জেরে মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে একদিকে যেমন কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে, অন্যদিকে শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে ১৪ বিষয়ে অনার্স প্রথম বর্ষের ইনকোর্স পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র নিজামুল ইসলাম একই ক্লাসের অন্য দুই ছাত্রকে ইনকোর্স পরীক্ষায় সুযোগ করে দিতে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ নিয়ামুল হকের কাছে সুপারিশ করতে যান। এ সময় তাদের মাঝে তর্ক বেধে যায়। একপর্যায়ে নিজামুল ইসলামকে ধমকের সুরে ‘বেয়াদব’ বলেন শিক্ষক।

এতে নিজামুল ক্ষুব্ধ হন এবং সাথে সাথে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতাদের বিষয়টি জানান। এতে শতাধিক ছাত্রলীগ নেতাকর্মী কলেজ ক্যাম্পাসে হাজির হন।

এর কিছুক্ষণ পর কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম তন্ময় উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধানের কক্ষে গিয়ে নিজামুল ইসলামকে ধমক দেওয়া ও বেয়াদব বলার কারণে জানতে চান। এ নিয়ে ওই কক্ষে আবারও তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়।

একপর্যায়ে অধ্যাপক সৈয়দ নিয়ামুল হককে হুমকি দিয়ে যান তন্ময় ও তাঁর সহযোগীরা। এ সময় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ওই বিক্ষোভ থেকে কে বা কারা বেলা ১২টার কয়েক মিনিট আগে কলেজের বেল হাতে নিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দেন। নির্ধারিত বেলা পৌনে ১টার আগেই ছুটির ঘণ্টা বাজানোর ঘটনায় শিক্ষকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ সদর থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে দ্রুত পুলিশ পৌঁছে এবং পরিস্থিতি শান্ত হয়।

কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম তন্ময় বলেন, ‘উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান আমাদের এক কর্মীকে বেয়াদব বলায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। এটা জানতে বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে আমিও গিয়েছিলাম। তাঁর সাথে আমার তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু আমি বা আমার সংগঠনের কেউ তাঁর সাথে বেয়াদবি করেনি। তাঁকে আমরা কোনো প্রকার হুমকিও দিইনি। কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মানববন্ধন করতে চেয়েছিল। আমি তা স্থগিত রাখতে বলেছি।’

নির্ধারিত সময়ের আগেই ছুটির ঘটনা বাজানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘কলেজে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে কে বা কারা বেল হাতে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়েছে তা বলতে পার পারব না।’

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সৈয়দ নিয়ামুল হক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘অনৈতিক সুপারিশ করতে এসে প্রথমে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র নিজামুল ইসলাম এবং দ্বিতীয় দফা কলেজ শাখা ছাত্রলীগ নেতা তৌহিদুল ইসলাম তন্ময় দলবল নিয়ে আমার কক্ষে এসে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে। তারা যখন আসে আমি তখন খুবই নিরাপত্তাহীন বোধ করছিলাম। আমি আসলে নিজের সন্তানতুল্য ভেবে তাদের শাসন করতে গিয়ে বেয়াদব বলে ধমক দিছি। তারা আমাকে শুধু হুমকিই দেয়নি, যাবার সময় তারা ছুটির ঘণ্টা বাজিয়েছে।’

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. হারুন অর রশিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের দুই ছাত্রকে অনার্স প্রথম বর্ষের ইনকোর্স পরীক্ষা অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার অনৈতিক সুপারিশ করতে আসে তারা। এ নিয়ে বিভাগীয় প্রধানের সাথে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা খুবই দুঃখজনক। তারা নির্ধারিত সময়ের

আগেই ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটির ঘোষণা দিয়ে অপরাধ করেছে। বিষয়টি নিয়ে কলেজের শিক্ষকদের সাথে বৈঠক করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’